দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 APR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... ৪

রাজশাহীতে পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হ্রাস পেয়েছে

শাহ আনিসুর রহমান, রাজশাহী অফিস ॥ সদ্য সমাপ্ত রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের ২০০৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ করায় ও নকল প্রবণতা হ্রাস পাওয়ায় আগের বছরের তুলনায় পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলার ২১২টি কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার হয় ১২ হাজার ২৪৬ জন পরীক্ষার্থী। এবার এ সংখ্যা

(১৪শ পৃঃ দ্রঃ)

রাজশাহীতে পরীক্ষা

(৭ম পৃঃ পর)

দাঁড়িয়েছে ১৯৩টি কেন্দ্রে ৩ হাজার ৮০২ জন। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষক বহিষ্কারের সংখ্যা তেমন কমেনি। এবার পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ ও পরীক্ষার্থীদের নকলের সুযোগ-সুবিধা করে দেয়ার অভিযোগে ৪১ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। গত বছর পরীক্ষার হল থেকে ৪৬ জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হন।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার সাথে জড়িত একজন কর্মকর্তা জানান, নকলের বিরুদ্ধে সরকারের প্রচারণা, প্রশাসনের সহায়তা, সার্চ করে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ করানো, যে স্কুলে কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে সে স্কুলের পরীক্ষার্থীদের অন্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা এবং ৪৫টি কেন্দ্রকে নকল প্রবণ কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা দিয়ে সেগুলোতে ভিজিল্যান্স টিমের টহল জোরদার ও ভিসিআর করার নির্দেশ দেওয়ার ফলেই নকলের বিরুদ্ধে কিছুটা সাফল্য অর্জন করা গেছে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারাও হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, পরীক্ষার আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড ও প্রশাসন তাদের নিয়ে আলোচনা করেছে। বহিষ্কৃত শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। পরীক্ষার্থীরা সতর্ক হলেও সতর্ক হননি শিক্ষকরা। উল্লেখ্য শুদ্ধু ও নিয়ম মোতাবেক পরীক্ষা চালানোর মত পরিবেশ শহর, গ্রামগঞ্জ কোথাও নেই। পরীক্ষার্থীরা হলগুলোতে গাদাগাদি করে পরীক্ষা দিচ্ছে, অনেক পরীক্ষার হলে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস নেই, গরমে পরীক্ষার্থীরা হাঁসফাঁস করছে